**বিমানের উড়োজাহাজ বহরে নতুন উড়োজাহাজ সংযোজন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ভিভিআইপি লাউঞ্জ সম্মুখস্থ র‌্যাম্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ইতিহাস ও ভবিষ্যতের এই সন্ধিক্ষণের অবিস্মরণীয় মুহুর্তের সঙ্গী হিসেবে আপনাদের সবার সাথে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আজ আমরা বাংলাদেশ বিমানবহরের সর্বশেষ ডিসি ১০ উড়োজাহাজটিকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে চলেছি। এটি শুধু বিমানের সর্বশেষ ডিসি ১০-এর বিদায় নয়, পৃথিবী থেকে যাত্রী পরিবহন সেবায় নিয়োজিত সর্বশেষ ডিসি ১০-৩০ উড়োজাহাজেরও বিদায় বটে এবং এর সাথে আকাশ পরিবহন সেবার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের অবসান ঘটতে চলেছে। আজ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ‘‘আকাশ প্রদীপ'' নামের বিমানের নিজস্ব ‘‘বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ই আর'' মডেলের একটি নতুন উড়োজাহাজকে।

দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বদেশ আমাদের লাল সবুজের বাংলাদেশকে। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জাতীয় বিমান সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারই নির্দেশে স্বাধীনতা অর্জনের খুব অল্পদিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ১২৬ অনুসারে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গঠিত হয়। এদিন বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে একটি ডিসি-৩ বিমান নিয়ে জাতির বাহন হিসেবে বাংলাদেশ বিমান যাত্রা শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিমানের প্রতি এতই আন্তরিক ছিলেন যে, এর লোগো তৈরী এবং নির্বাচনের বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সুধিমন্ডলী,

শুরু থকেই বিমানের লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহনের। এরই ধরাবাহিকতায় আশির দশকে তৎকালীন সময়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ডিসি-১০-৩০ মডেলের সুপরিসর উড়োজাহাজ বহরে সংযুক্ত করে সমৃদ্ধির পথে একধাপ এগিয়ে যায় বিমান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে বিরতিহীন দূরপাল্লার ফ্লাইট পরিচালনা, এমন কি লন্ডন থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিরতিহীন ফ্লাইটও চালু করে বিমান। সময়ের পরিক্রমায় ডিসি ১০ হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় পতাকাবাহী এই বিমান সংস্থার মেরুদন্ড। মূলতঃ ডিসি ১০ উড়োজাহাজ বহরের কল্যাণেই ‘‘দশ লক্ষ যাত্রী পরিবহন'' ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয় বিমান। প্রতি বছর বিমানের হজ্জ ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই ডিসি ১০ উড়োজাহাজ বহরের অবদান ছিল অপরিসীম। আমি নিজেও এই উড়োজাহাজে বহুবার ভ্রমণ করেছি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম প্রতি বছর হজ্জ্বব্রত পালন করতে মক্কায় যান। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সই হল একমাত্র বাংলাদেশী বিমান সংস্থা যা প্রতি বছর হজ্জ্বযাত্রী পরিবহন করে থাকে।

জামাত-বিএনপি জোট সরকার ২০০২ সালে একবার বেসরকারী বিমান সংস্থাগুলোর জন্য এই পরিসেবা উন্মুক্ত করেছিল। কিন্তু বেসরকারী ঐ বিমান সংস্থা সে বছর বিভিন্ন যাত্রায় প্রায় সর্বোচ্চ নয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করায় পুনরায় বিমান বাংলাদেশ একচ্ছত্র আধিপত্য ফিরে পায়। আমাদের সময় ২০১২ সালে বিমানে ৫৪ হাজার ১৭৯ জন হজ্জ্বযাত্রী পরিবহনের রেকর্ড সৃষ্টি করে। আমি মনে করি বিমান বাংলাদেশের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ। কিন্তু আপনাদের সবাইকে যাত্রী সেবায় আরও অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে।

আমার বিশ্বাস আপনারা আরও আন্তরিক হলে ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখলে বিমান অনেক বেশি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং দেশে বিদেশে এর সুনাম বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখতে হবে, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স বিদেশে বাংলাদেশের অনেকটা দূত হিসাবেও কাজ করে। আপনাদের পেশাদারিত্বের উপর দেশের সম্মানও জড়িত।

সুধিমন্ডলী,

প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন ব্যবসায় প্রতিনিয়তই লেগেছে প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ছোঁয়া। বিমানও নিত্যনতুন এ প্রযুক্তির সাথে তালমিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুরাতন যুগের ম্যানুয়াল আসন সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার-এর মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ ও যাত্রী আরোহন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এখন সময় এসেছে আরও নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে উত্তীর্ণ উড়োজাহাজ দিয়ে বিমানবহর ঢেলে সাজানোর।

আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত দিনেও আমাদের সরকার বিমানের জন্য সব রকম সহযোগিতা করে এসেছে, বর্তমানেও সেই সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে যা ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই ২০১১ সালে ‘‘বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর'' মডেলের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ০২টি নিজস্ব উড়োজাহাজ বিমানবহরে যুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা ‘‘আকাশ প্রদীপ'' নামের বিমানের তৃতীয় নিজস্ব ‘‘বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর'' উড়োজাহাজটিকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বিমানের চতুর্থ ‘‘বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর'' উড়োজাহাজটি আগামী মার্চ মাসের শেষার্ধে বিমানবহরে যুক্ত হবে। প্রয়োজনে আরও বিমান সংগ্রহ, অপচয়, অদক্ষতা ও দূর্নীতি রোধ করে বিমানের সক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সামর্থ্য বাড়ানো হবে।

বর্তমান বিশ্বেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উড়োজাহাজ সংগ্রহের জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। এমনকি এ সংস্থার উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এ সকল নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য ‘‘সভেরিন গ্যারান্টি'' ও প্রদান করেছে।

ঢাকা ও কক্সবাজার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। মংলা বিমানবন্দরের কাজ নতুন করে শুরু করা হবে। অচিরেই ঢাকার অদূরে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাবিত সর্বাধুনিক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ ও নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

সিলেট অঞ্চলের যাত্রীদের সুবিধার্থে বিমানের সপ্তাহে ২ দিন সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট আমরা চালু করছি। প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করার লক্ষ্যে হুইল চেয়ার ও সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্যকারী সেবাও আমরা শুরু করি। ১৫০ জন বৈমানিককে বিদেশে উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

সুধিবৃন্দ,

            আপনারা আরও জেনে খুশি হবেন যে, প্রতিযোগিতামূলক আকাশ পরিবহন ব্যবসায় অধিকতর প্রদানের মাধ্যমে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য বিমান বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। ইতোমধ্যেই সংস্থাটিতে পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে।

আমি জানতে পেরেছি যে, সংস্থাটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সাময়িকভাবে বন্ধরাখা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পুনরায় ফ্লাইট পরিচালনার পাশাপাশি নতুন নতুন গন্তব্যেও ফ্লাইট পরিচালনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্য পরিচালনার উপযোগী ছোট-বড় বেশকিছু উড়োজাহাজও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে লীজের মাধ্যমে বিমান বহরে যোগ হতে যাচ্ছে।

ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু করার বিষয়ে আমাদের সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, অচিরেই বিমান ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে।

কালের আবর্তে পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া ডিসি ১০ উড়োজাহাজ বহরের সফল ও নিরাপদে পরিচালনার পিছনে অবদান রাখা সকল প্রকৌশলী, পাইলট, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের প্রিয় এই সংস্থাকে গড়ে তোলার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় বিমানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

            বিমানের উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে আমি আশা করি। বিমান শুধু সরকারের ভর্তুকি দিয়ে নয় বরং তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তাদের বহরে নতুন নতুন উড়োজাহাজ সংযোজনসহ সেবার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হবে। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।